

‘হাইজ্যাক’ অ্যালার্ট

■ ফ্লাই দুবাইয়ের কাণ্ডের ছায়া এবার এয়ার ইন্ডিয়ায়! জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান জরুরি অবতরণ করল জয়পুর বিমান বন্দরে। বৃথবার ভোররাতে জরুরি অবতরণ করে বিমানটি। একাধিক সূত্রে জানা যাচ্ছে ওই বিমান অপহরণের চেষ্টা হয়েছে। যদিও তদন্তকারীদের তরফে এই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছুই জানানো হয়নি।

ফাঁসির আদেশ

■ মেরঠের মাঠে নেভি অফিসার সৌরভ রাজপুতকে খুন করে তাঁর দেহ টুকরো টুকরো করে নীল ড্রামে ভরে সিমেন্ট দিয়ে ঢেকে দেওয়ার ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন স্ত্রী মুন্সান রস্তোগী এবং তাঁর প্রেমিক সাহিল গুজরা। বৃথবার মেরঠ আদালতের জেলা বিচারক অরবিন্দ কুমার মিশ্র এই চাঞ্চল্যকর মামলার রায়ে দু’জনকেই ফাঁসির সাজা শোনান। আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই ধরনের অপরাধ সমাজে এক চরম ভীতির পরিবেশ তৈরি করে। তাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নৌকোডুবির বলি

■ বিহারে ফের নৌকোডুবি। মঙ্গলবার রাতে বৈশালীতে নৌকোডুবির ঘটনায় ১৪ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। তাদের সকলের বয়স ১৫ বছরের নিচে। মৃতদের মধ্যে একই পরিবারের সাত জন রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঘটনায় এখনও কয়েক জন নিখোঁজ রয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।



বৃথবার চতুর্থীতে সূর্য্যোদয়ের পূজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

জেল হেপাজতে আশুতোষ-সৌরভ

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ্বর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের বাঁধা ক্রমে বাড়ছে বিরোধী জেট ‘ইন্ডিয়া’। সমান্তরাল বিক্ষোভ চালাচ্ছে ককরোচ জনতা পার্টিও (সিজেপি)। বিভিন্ন বাম ছাত্রযুব সংগঠনের নেতা-নেত্রীরাও তাতে शामिल হচ্ছেন।

এরই মধ্যে সম্প্রতি দিল্লির ‘নির্ধারিত প্রতিবাদস্থলের’ তালিকা থেকে যস্তর মন্তরকে বাদ দেয় পুলিশ। যার জেরে নতুন বিতর্কের জন্ম হয়। কেন যস্তর মন্তরকে ‘নির্ধারিত প্রতিবাদস্থলের’ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, সেই প্রশ্ন তুলতে থাকে বিরোধী দলগুলি।

অন্যদিকে, ‘নিষিদ্ধ’ যস্তর মন্তরে ঢুকে পড়ার অভিযোগে সিজেপির যুগ্ম দুই নেতা সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাষ্ট্রকে পাঁচ দিনের জেল হেপাজতে পাঠিয়েছেন ম্যাজিস্ট্রেট। আর তার পরেই সিজেপি-কে সমর্থন করে পোস্ট করলেন রাষ্ট্র। কংগ্রেস নেতার দাবি, যস্তর মন্তরে জাতীয় পতাকা ওড়ানো কোনও অপরাধ নয়।

বৃথবার দুপুরে ফিরোজ শাহ কোটলা রোড ধরে যস্তর মন্তরের দিকে মিছিল শুরু করে এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই। আলাদা ভাবে রাস্তায় নামেন যুব কংগ্রেস এবং এনএসইউআই-এর কব্জী-সমর্থকরাও। আন্দোলনকারীদের

ঠেকাতে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল দিল্লি পুলিশ। দুই মিছিলই যস্তর মন্তরের দিকে এগোতে শুরু করলে ব্যারিকেড করে আটকে দেয় পুলিশ। পরে আটক করা হয় আন্দোলনকারীদের।

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু ভিডিওয় দেখা যায়, ফিরোজ শাহ কোটলা রোডে ব্যারিকেড করে বিক্ষোভকারীদের আটকে দিয়েছে পুলিশ। বাধা পেয়ে কয়েক জন বিক্ষোভকারী ব্যারিকেড টপকানোর চেষ্টা করেন। পরে সেখানেই রাস্তায় বসে শ্লোগান দিতে থাকেন আন্দোলনকারীরা। পিটিআই জানাচ্ছে, সেখান থেকে বেশ কয়েক জনকে আটক করেছে দিল্লি পুলিশ।

হলদি পাড়ে শিল্পের বান

হলদিয়ায় বিনিয়োগ ৬ হাজার কোটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে পালাবদলের পরে শিল্পের জোয়ার আসতে শুরু করেছে। শিল্পপতিরা বাংলায় বিনিয়োগ করার ইচ্ছাপ্রকাশ করছেন। সেই আবহে চতুর্থীতে বাংলায় শিল্পে নয়া লগ্নি। হলদি নদীর পাড়ে বিনিয়োগ হচ্ছে ৬ হাজার কোটি টাকা। বৃথবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী হলদিয়ায় নতুন ফেনল প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন। ফেনল ও অ্যাসিটোন উৎপাদন কেন্দ্র গড়ল হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেডের সম্পূর্ণ সহযোগী সংস্থা অ্যাডপার্মা প্রাইভেট লিমিটেড। এই বিনিয়োগে হলদিয়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান হবে।

দুর্গাপুজোর পরই রাজ্যে বিপুল লগ্নির পথে ক্যাম্পা কোলা। কল্যাণীর হরিণখাটায় প্ল্যান্ট খুলতে চলেছে রিলায়েন্স গোষ্ঠী। আগামী ২৮ অক্টোবর বৃথবার প্ল্যান্টের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে। চতুর্থীর দিন হলদিয়া থেকে ঘোষণা করলেন



ছবি: অদিতি সাহা

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আরও জানান হলদিয়ায় আরও দুই প্ল্যান্ট হবে। ৯৮ একর জমিতে পেপসি প্ল্যান্ট করবে। আর ৫০ একর জমিতে চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্র তৈরি হবে। এর আগে লালু কোজির নতুন কারখানা থেকে আমুলের ফ্যাক্টরি খোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের দাদনপাত্রাবাড়ি তৈরি

হবে গভীর বন্দর। লগ্নি আনতে মুকেশ আম্বানি থেকে গৌতম আদানিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিউটাউনে হাসপাতাল তৈরি করছে আদানিরা। এবার মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন হরিণখাটায় আসছে ক্যাম্পা কোলা। হলদিয়ায় লগ্নি করবে পেপসি।

এদিন দুপুরের আগেই হলদিয়া পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিং, মুখ্যসচিব মনোজকুমার আগরওয়াল-সহ বিশিষ্টরা। মুখ্যমন্ত্রী এদিন প্লাস্ট যুরে দেখেন। হলদিয়ায় পৌঁছে প্ল্যান্টের ভিতরের মন্দিরে শুভেন্দু আরতিও করেন। এরপর ফিতে কেটে, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে শুভেন্দু অধিকারী ওই প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন। এই বিনিয়োগে হলদিয়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান হবে বলে মনে করা হচ্ছে। হলদিয়া ফের এক কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের মুখ হয়ে উঠবে। এমনই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত ৪৫ হাজারের বেশি নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের সূচনায় রাজ্যের সরকারি চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বিরাট সুখবর! বিভিন্ন দপ্তরের ৪৫ হাজারের বেশি নিয়োগে সবুজ সংকেত দিয়েছে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার পূজোর আগে শেষ মন্ত্রিসভার বৈঠকে মোট ৪৫, ১৮৫টি নতুন পদে নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, অর্থ দপ্তরের অনুমোদনের পর বিভিন্ন দপ্তরে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। তাঁর দাবি, সমস্ত নিয়োগই হবে সম্পূর্ণ নিয়ম মেনে এবং মেথর ভিত্তিতে।

সবচেয়ে বেশি পদ রয়েছে স্কুল শিক্ষা দপ্তরে। এ ছাড়া পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে, কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরে, পুলিশে ডেপুটি কমিশনার থেকে সাব-ইন্সপেক্টর, এসএসআই ও লেডি কনস্টেবল পদে নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, রাজ্যে কর্মসংস্থান বাড়ানো এবং প্রশাসনিক শূন্যপদ দ্রুত পূরণ করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।



सत्यमेव जयते

EASTERN REGION
[Under Seva Sankalp Abhiyan]

Bihar • Jharkhand • West Bengal



সেবা ফাস্ট ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ

sficeast.wb.gov.in



আপনার উদ্ভাবনী ক্ষমতা গড়ে তুলুক বিকশিত ভারত

আজই রেজিস্টার করুন

#Seva #Innovation #YoungIndia4ViksitBharat



আপনার উদ্ভাবন বদলে দিক সবার জীবন

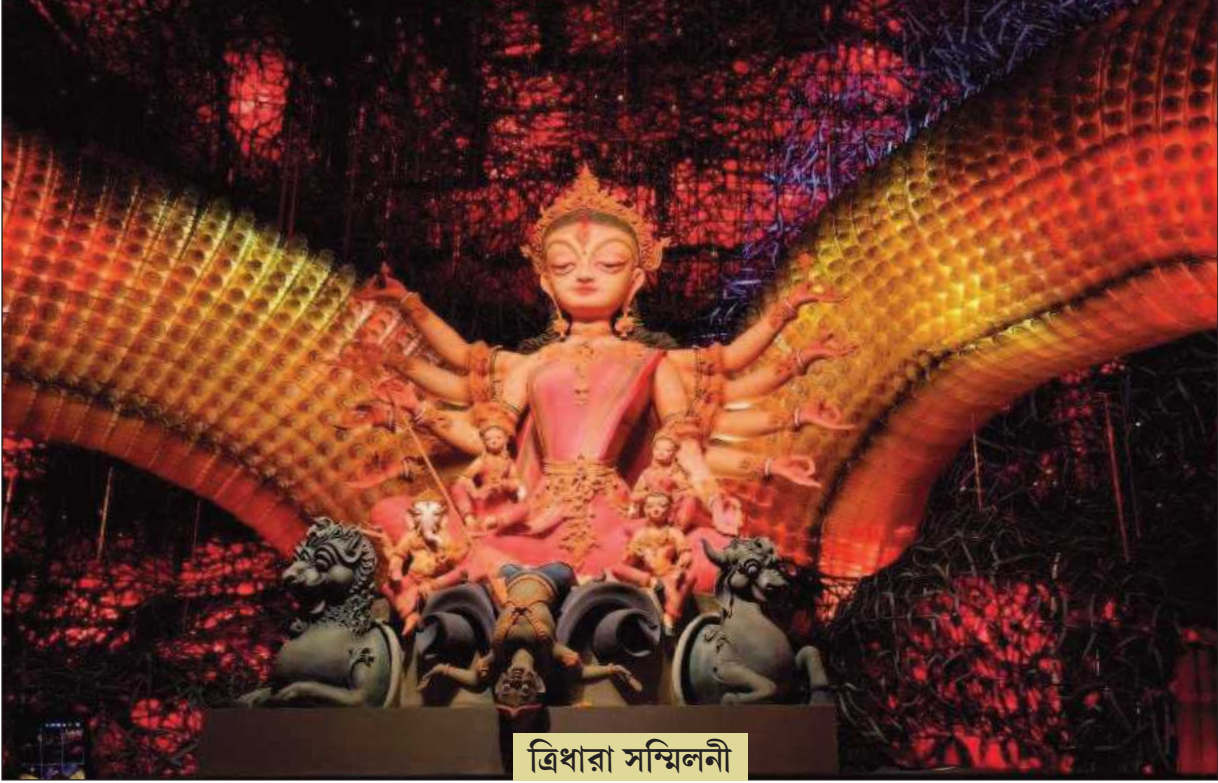
আজকের উদ্ভাবন • আগামীর রূপায়ণ

রেজিস্ট্রেশনের জন্য স্ক্যান করুন

ICA-D1611(19)/2026



আজ পঞ্চমী সম্পন্ন ঐশ্বর্যে মামের ঐশ্বর্যমণী দিবে দিবে বিদ্যামণি...



৩৫০ বছরের মালদার কংসবণিক দুর্গাবাড়ির পূজো ঘিরে রয়েছে নানা লোকগাথা

প্রয়াস সাহা, মালদা: উত্তরবঙ্গের ঐতিহাসিক শহর মালদার অন্যতম প্রাচীন ও জাতীয় পূজা হিসেবে পরিচিত ইংরেজ রাজারের আদি কংসবণিক দুর্গাবাড়ির দুর্গাপূজো। প্রায় ৩৫০ বছর অতিক্রম করা এই পূজা ঘিরে রয়েছে নানা লোকগাথা, প্রাচীন প্রথা, ও নিষ্ঠার এক অন্যতম ইতিহাস।

প্রায় ৩৫০ বছর আগে মহানন্দা নদীর নিমতলী ঘাটের স্নান করার সময় এক বৃদ্ধা একটি প্রাচীন কষ্টিপাথরের চক্র পান।

এরপর স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি

দেবী চণ্ডীর আরাধনা সেই পাথরচক্রে শুরু করে। পরবর্তীতে কালক্রমে সেই পূজোর দায়ভার নেন তৎকালীন পুরাতন মালদার জমিদার স্বর্গীয় গিরজাকান্ত দাস পাথরচক্রটি তিনি নিজে গৃহে প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবী রূপে তার নিত্য পূজো শুরু করেন। সেই পাথরচক্রটিকে সামনে রেখেই জমিদার বাড়িতে মহাসমায়ে চলে দুর্গাপূজো।

জমিদারের কোন উত্তরাধিকার না থাকায় সেই পূজো তিনি তুলে দেন কংসবণিক বা কাসারি

সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে। ১২৩৫ বঙ্গাব্দে কংসবণিক সম্প্রদায় নিজস্ব মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেবী দুর্গার আরাধনার শুরু করেন। বর্তমানে সেই মন্দিরে বছরে দুই বার দুর্গাপূজো হয়ে থাকে, একবার বাসন্তী পূজো এবং একবার অকালবোধন। এর সাথে আরও নানান দেব দেবীর পূজো হয়ে থাকে মন্দিরে।

মায়ের পূজোর বিশেষ কিছু নিয়ম আজও সমান ভাবে মেনে চলা হয়। পূজোর মূল দায়িত্বে এবং দেবীর নৈবেদ্য তৈরীর কাজ



সম্পূর্ণভাবে কংসবণিক সম্প্রদায়ের পুরষেরা পালন করে যাদের মুক্তার বলা হয়।

পূজোর ভোগে এখানে কোন প্রকার অন্ন ব্যবহার করা হয় না ফলমূল মিষ্টি ইত্যাদি দিয়ে মায়ের পূজো করা হয়।

দেবীপূজোর শুরুর জন্য আজও নিয়ম মেনে মহানন্দা নদীর নিমতলী ঘাট থেকেই জল এনে ঘট ভরা হয়। পূজার পাঁচ দিন দুর্গাবাড়ি মোড় এলাকাজুড়ে বিশেষ মেলার আয়োজন করা হয়।

সেখানে জেলা ও আশেপাশের

অঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে, মহাঅষ্টমী ও মহানবমীতে ভক্তদের উপস্থিতি থাকে দেখার মতো, মহানবমীর সন্ধ্যায় হয়ে থাকে মহাবাজ বহু মানুষ সেই যোগ্যে আত্ম দেন নিজেদের মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য।

বিজয়া দশমীর দিন কংসবণিক সম্প্রদায়ের সদস্যরা ঐতিহ্য মেনে কাঁধে মাচা করে প্রতিমা নিয়ে যান জমিদার গিরজাকান্ত দাসের বাড়িতে (বর্তমানে নেতাজি সুভাষ রোড শিল্পী গুহ ইনফ্রিভ) সেখান থেকে মহানন্দা নদীর নিমতলী ঘাটে

নদীর বুকে নৌকায় করে প্রতিমা ঘুরিয়ে প্রথা অনুযায়ী বিসর্জন দেওয়া হয়।

সময়ের পরিবর্তন সত্ত্বেও ঐতিহ্য মেনে সামাজিক সংস্কৃতি ও ভক্তিতাবের মেলবন্ধনে, মালদার আদি কংসবণিক দুর্গাবাড়ির পূজো আজও স্থানীয় বাসিন্দাদের হৃদয়ের বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। আধুনিক জাঁকজমক ও থিম পূজোর ভিড়েও মালদার আদি কংসবণিক দুর্গাবাড়ি তার প্রাচীন আচার ও ঐতিহ্য বজায় রেখে আজও স্বহিমায় উজ্জ্বল।

নিজস্ব প্রতিবেদন: চোখে চোখ রেখে কথা বলার মুহূর্তটাকে আরও বিশেষ করে তুলতে চোখের মাজের জুড়ি নেই। অষ্টমীর সকাল হোক কিংবা সপ্তমীর রাত, পূজোর সাজে চোখের মেকআপ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পোশাক, গয়না ও মুখের প্রসাধনের সঙ্গে চোখের সাজে সামান্য খামতি থাকলেও সম্পূর্ণ সাজের আবেদন কমে যেতে পারে। তাই শুধু কাজল পরলেই চলবে না, জানতে হবে তার সঠিক ব্যবহারও। আইশ্যাডো ও মাস্কারার যথাযথ প্রয়োগে চোখকে করে তোলা যায় আরও গভীর, টানটানা ও আবেদনময়।

চোখের মেকআপ শুরু করার আগে পাতায় প্রাইমার লাগিয়ে নিন। এরপর ব্রাশে অল্প ম্যাট বাদামি আইশ্যাডো নিয়ে উপরের পাপড়ির গোড়া বরাবর আলতো করে টানুন। চোখের মাঝখান থেকে বাইরের কোণ পর্যন্ত এই রেখা টানলে চোখ তুলনায় লম্বাটে দেখাবে। এই প্রাথমিক ধাপেই চোখের আকৃতি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। এরপর বাদামি রেখা অনুসরণ করে কাজল টেনে দিন চোখের বাইরের প্রান্ত পর্যন্ত। উইসড আই তৈরি করতে পেনসিলের সাহায্যে বাইরের কোণটি উপরের দিকে এবং ভিতরের কোণটি নীচের দিকে টেনে দিন। কাজল মানেই শুধু কালো, এই ধারণা এখন অতীত। নীল, সবুজ কিংবা গেক্সারি;রঙিন



খয়েরি বা কালো আইশ্যাডো দিয়ে চোখের পাতা ভরাট করুন। রংটি ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে, যাতে কোনও স্পষ্ট রেখা চোখে না পড়ে। এরপর সরু ব্রাশে গাঢ় খয়েরি রং নিয়ে চোখের বাইরের কোণগুলিতে লাগান। চোখের উপরের অংশে মাঝারি খয়েরি রং ধীরে ধীরে মিশিয়ে দিন। একইভাবে নীচের পাপড়ির গোড়াত্তেও হালকা খয়েরি রং লাগিয়ে ভালোভাবে ব্রেন্ড করুন। তাতেই তৈরি হবে গভীর, ধোঁয়াটে চোখের সাজ।

স্মোки আইয়ের পাশাপাশি মেটালিক স্মোки আই মেকআপও এখন বেশ জনপ্রিয়। এই সাজের জন্য ক্রিম রঙের বেস, পাউডার আইশ্যাডো এবং হাইলাইটার ব্যবহার করা যায়। আর সাজে ভারতীয় ছোয়া আনতে চাইলে উপরের পাপড়ির গোড়ায় কাজলের একটি স্পষ্ট রেখা টানুন। সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেন রঙিন মাস্কারা। পূজোর দিন বা রাতের অনুষ্ঠানে পোশাকের সঙ্গে রং মিলিয়ে চোখের সাজ বেছে নিলে সাধারণ মেকআপেও আসতে পারে নতুনত্ব।

চোখের সাজে তাই কাজল, আইশ্যাডো, মাস্কারা কিংবা হাইলাইটার;প্রতিটি প্রসাধনের সঠিক ব্যবহারই গুরুত্বপূর্ণ। নিজের চোখের আকৃতি, পোশাক ও অনুষ্ঠানের ধরন বুঝে মেকআপ বেছে নিলেই পূজোর সাজ হয়ে উঠবে আরও আকর্ষণীয়।

ডিজিটাল যান্ত্রিকতায় পটের টান, ৮০ বর্ষের পূর্ব কলিকাতা সর্বজনীনে ‘মিলন মহান’

শুভাশিস বিশ্বাস

ডিজিটাল দুনিয়ার যান্ত্রিকতায় যখন চারপাশের সহজ-সরল লোকশিল্পগুলো একটু একটু করে আড়ালে চলে যাচ্ছে, ঠিক তখনই গ্রামবাংলার আদিম শিকড়কে শহরের উৎসব প্রাঙ্গণে ফিরিয়ে আনার এক অন্য প্রয়াস নিল নারকেলডাঙা মৈত্রী পরিচালিত ‘পূর্ব কলিকাতা সর্বজনীন দুর্গোৎসব’। ১৯৪৭ সাল; স্বাধীনতার সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে যে পূজোর সূচনা হয়েছিল, দেখতে দেখতে তা আজ স্পর্শ করল তার ৮০তম বর্ষের মহিলফলক। বর্ষপূর্তির এই স্মরণীয় ক্ষণে তাদের এ বারের পূজো ভাবনা; ‘বিবিশের মাঝে দেখো মিলন মহান’। যেখানে সংগঠকদের তরফ থেকে যে বার্তা দিতে চাওয়া হয়েছে তা হল, ‘সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র আমাদের গর্বের বাংলা গর্বের কলকাতার মধ্যে নিহিত আছে নানা সংস্কৃতি এবং যার একটি ইতিহাস হল লোকসংস্কৃতি। আর আমাদের অন্তরে সংস্কৃতি, দুর্গাপূজা/ভাঙা মন্দের দ্বন্দ্ব চলা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আজ আমরা আবিষ্কার করছি অনেক অচেনা অজানা লোকশিল্পকে। যাদের অন্তরে এখনো ঘুমিয়ে আছে লোকশিল্পের প্রকৃত শৈল্পিক সত্ত্বা। এর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি ,



‘লোকসংস্কৃতি কোনো একক কবির সৃষ্টি নয়; এটি সমাজের সামগ্রিক প্রাণের প্রকাশ। এর মধ্যে যুক্তির কড়াকড়ি না থাকলেও রয়েছে এক অপূর্ব কবিত্ব ও কল্পনার মুক্ত বিস্তার।’ অথচ, উৎসবে শহরের আধুনিক মণ্ডপসজ্জার দাপটে লোকশিল্পীরা আজ প্রায় কোণঠাসা। বিলুপ্তপ্রায় সেই লোকচিত্রকলাকে নতুন প্রজন্মের সামনে অচেনা রূপ ও নান্দনিকতায় পৌঁছে দেওয়াই পূজো কমিটির মূল লক্ষ্য। মণ্ডপে ঢুকলেই দর্শনাথীদের চোখ আটকে যাবে এক রূপকথার

ক্যানভাসে। মেদিনীপুর ও পিঁংলার বিশ্বখ্যাত মেদিনীপুরি পটচিত্র, উনিশ শতকের কলকাতার ঐতিহ্যবাহী কালীঘাটের পট এবং আদিবাসী জীবনধারার সাঁওতালি পটচিত্রের এক অভূতপূর্ব তিন ভিন্ন ধারার আলৌকিক মেলবন্ধনে সেজে উঠছে মণ্ডপের প্রবেশপথ থেকে শুরু করে মূল গর্ভগৃহ পর্যন্ত। সেখানে পটচিত্রের দীর্ঘ ক্যানভাস আর তুলির সাবলীল পোঁচের মাঝেই ফুটে উঠবেন দেবী দুর্গা। তিনি একদিকে যেমন বাঙালির ঘরের অতি পরিচিত কন্যা, তেমনিই

Semi Final Round 60 PUJO

- DUM DUM PARK BHARAT CHAKRA CLUB
- WELLINGTON NAGARIK KALYAN SAMITY
- SOVABAZAR BENIATOLA SARBOJANIN DURGOTSAB
- KESTOPUR PRAFULLA KANAN POSCHIM ADHIBASI BRINDA
- TALTALA SARBAJANIN SARADIYA PUJA COMMITTEE
- MANIKTALA ANCHALIK SAMITY
- BOSEPUKUR SITALA MANDIR DURGOTSAB COMMITTEE
- HARIDEPUR ADARSHA SAMITY
- NAKTALA UDAYAN SANGHA
- BEHALA CLUB SARBOJANIN DURGOTSAB COMMITTEE
- SANTOSH-PUR TRIKON PARK SARBOJANIN DURGOTSAB
- SHYAMA PALLY SHYAMA SANGHA
- BAGHAJATIN VIVEKANANDA MILAN SANGHA
- HAZRA PARK DURGOTSAB (Org-Kolkata Pouro Karmachari)
- BAGHAJATIN TARUN SANGHA
- FALGUNI SANGHA
- DHAKURIA SAHID NAGAR SARBAJANIN DURGOTSAB
- SELIMPUR PALLY SARBAJANIN
- SODEPUR SARBOJANIN DURGOTSAB
- KUMARTULI SARBOJANIN DURGOTSAB
- MITALI KANKURGACHI
- PATHURIA GHATA PANCHER PALLY SARBOJANIN
- NALIN SARKAR STREET SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- AHIRITOLA SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- KANKURGACHI JUBAK BRINDA
- BARISHA CLUB
- AJEYA SANGHATI
- 25 Pally Club
- NANDANKANAN SARBOJONIR DURGOTSAB, Khardaha
- NEW BIKRAMGARH SARBOJANIN DURGA PUJA COMMITTEE

- SUKANTA PARK DURGOTSAB COMMITTEE
- CHOREBAGAN SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- MANICKTALA CHALTABAGAN LOHAPATY DURGAPUJA
- ULTADANGA BIDHAN SANGHA
- CHALTABAGAN SARBOJANIN DURGOTSAB COMMITTEE
- SWAPNAR BAGAN YUBAK BRINDO
- TALA PRATTOY
- HATIBAGAN SARBOJANIN DURGOTSAB COMMITTEE
- DARPANARAYAN TAGORE STREET PALLY SAMITY(POSTA)
- BELIAGHATA 33 NO.PALLI BASHI BRINDA
- KASHI BOSE LANE DURGA PUJA SAMITY
- EC BLOCK RESIDENTS' ASSOCIATION
- BC BLOCK RESIDENTS ASSOCIATION DURGA PUJA
- NEWTOWN CA BLOCK CULTURAL ASSOCIATION
- KIDDERPORE SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- THAKURPUKUR STATE BANK PARK SARBOJANIN
- SANTOSH-PUR LAKEPALLY
- SHAKUNTALA PARK NETAJI SANGHA
- 41 PALLY CLUB
- SURUCHI SANGHA
- BEHALA FRIENDS
- PURBACHAL SARBOJANIN DURGA PUJA
- BALLYGUNGE CULTURAL ASSOCIATION
- BEHALA DEBDARU FATAK SARBOJANIN DURGOTSAB
- BEHALA SREE SANGHA
- BEHALA NUTAN DAL
- RAJDANGA NABA UDAY SANGHA
- 66 PALLI
- CHETLA AGRANI CLUB
- PALLY UNNAYAN SAMITY PASCHIM PUTIARY

OUR EMINENT GUEST

Digital Partner

Outdoor Partner

Food & Beverage Partner

Event Management

Event Organiser

National Telecast Partner